যুগান্তর

তারিখ ... 27 JAN 2008 .
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

22 Report

চাবি'র ডেটলাইন ৭ - ২৩ জানুয়ারি

অবশেষে মুক্তি

০ চৌধুরী মোস্তফা কামাল

অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দি শিক্ষক ও ছাত্রদের মুক্তি দেয়া হল। অবশ্য এর পেছনে গত ৭ জানুয়ারি থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিরামহীন আন্দোলন ও কর্মসূচিই মূল ভূমিকা পালন করে। বন্দি শিক্ষক ও ছাত্ররা ক্যাম্পাসে ফিরে আসায় ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছে প্রাণচাঞ্চল্য, মুখরিত হয়ে উঠেছে ক্যাম্পাসের প্রতিটি স্থান।

কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচি : (০৭.০১.০৮)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈদ ও শীতকালীন ছুটি শুরু হয় ১৪ ডিসেম্বর। এর আগে কারাবন্দি শিক্ষক ও ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে শিক্ষক সমিতি দুই সপ্তাহ সময় দেয় সরকারকে। ২৩ ডিসেম্বর সেই সময়সীমা শেষ হলে নতুন কর্মসূচির কথা ভাবতে থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ২৮ ডিসেম্বর শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভা শেষে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত কারাবন্দিদের মুক্তির দাবিতে নতুন সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়। ওই সময়সীমা শেষ হলেও তাদের মুক্তির কোন অগ্রগতি না দেখে শিক্ষার্থীরা সম্মানিত শিক্ষক ও সহপাঠীদের মুক্তির দাবিতে কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচি ঘোষণা করে।

লাগাতার কর্মসূচির ঘোষণা : (০৮.০১.০৮)

দীর্ঘদিন ছুটির পর বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার প্রথমদিন থেকেই সহপাঠী ও সম্মানিত শিক্ষকদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন। এছাড়া তারা মৌন মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচিও পালন করেন। নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীরা এক বিজ্ঞপ্তিতে সব মামলা প্রত্যাহার ও শিক্ষক-ছাত্রদের নিঃশর্ত মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত কালো ব্যাজ ধারণ, ২ ঘণ্টা করে ক্লাস বর্জন, অবস্থান ধর্মঘট ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করারও আহ্বান জানান।

বিভক্ত শিক্ষকরা : (০৯.০১.০৮)

আগেরদিনকার আহূত কর্মসূচিকে শিক্ষকদের একাংশ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের প্রয়াস এবং ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র বলে উল্লেখ করে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। শিক্ষকরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেও ছাত্ররা কখনও তাদের দাবিতে বিভক্ত হয়নি। পূর্বঘোষিত অহিংস আন্দোলন রুটিনমাফিক চলতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃহৎ আকার ধারণ করতে থাকে। এদিনও শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা কলা ভবনের সামনে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মৌন অবস্থান পালন করে।

ঐতিহাসিক মানববন্ধন : (১০.০১.০৮)

সম্মানিত শিক্ষক ও সহপাঠী শিক্ষার্থীদের মুক্তির দাবিতে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা কালো ব্যাজ ধারণ করে ক্যাম্পাসে উপস্থিত হন। ১১টা থেকে ক্লাস বর্জন করে তারা হাতে হাত রেখে কলা ভবন থেকে কার্জন হল পর্যন্ত মানববন্ধন করেন, যা ইতিহাসের পাতায় সর্ববৃহৎ মানববন্ধন হিসেবে পরিচিত হয়।

রেড এলার্ট জারি : (১১.০১.০৮)

আটক শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তির ব্যাপারে তেমন কোন অগ্রগতি না দেখে লাগাতার ক্লাস বর্জন কর্মসূচির ঘোষণা দিয়ে রেড এলার্ট জারি করা হয়।

সংহতি সমাবেশ ও প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : (১২.০১.০৮)

আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা কারাবন্দিদের মুক্তির দাবিতে কলা ভবনের সামনে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সংহতি সমাবেশ ও প্রতিবাদ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মুক্তির কথা আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেয়।

আল্টিমেটাম ১৮ : (১৩.০১.০৮)

ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথমদিন থেকেই ছাত্র-শিক্ষকরা যৌথ কর্মসূচি পালন করে আসছে। শিক্ষক-ছাত্রদের কালো ব্যাজ ধারণ, শিক্ষার্থীদের ২ ঘণ্টা করে ক্লাস বর্জন, মৌন মিছিল ও মানববন্ধন ছিল এর মধ্যে অন্যতম। পরবর্তী সময়ে নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীরা বন্দি শিক্ষক ও ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে কর্তৃপক্ষকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়।

গণস্বাক্ষর সংগ্রহ : (১৪.০১.০৮)

নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীরা তাদের অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করে। কলা ভবন, চারুকলা, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, কার্জন হল এলাকার বিভিন্ন সড়কের স্থানে স্থানে সাদা কাপড় টাঙিয়ে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করতে থাকে। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সবাই এই শান্তিপূর্ণ আহ্বানে সাড়া দিতে থাকে

থ্রি ইন ওয়ান : (১৪.০১.০৮)

আন্দোলন যখন বেগবান হতে চলেছে ঠিক সেই মুহূর্তে সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হয়। আদালতে মামলা চলায় কি প্রক্রিয়ায় তাদের মুক্তি দেয়া যায় সে বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রায়ের আগেই মামলা প্রত্যাহার; মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা এবং রায়ে দোষীসাব্যস্ত হলে দণ্ড মওকুফ ও রাষ্ট্রপতির নিঃশর্ত বা শর্তযুক্ত মুক্তির ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকে।

অভিভাবক-বুদ্ধিজীবী সংহতি সমাবেশ : (১৫.০১.০৮)

অন্যান্য অহিংস কর্মসূচির পাশাপাশি কলা ভবনের সামনে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবক-বুদ্ধিজীবী সংহতি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। নাট্যকলার শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদী নাটকের আয়োজন করে। এ সমাবেশে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক অ্যালেক্সিসক্রাসিলোভেস্কিসহ ঢাবির অধ্যাপকগণ এবং বন্দি শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরাও উপস্থিত ছিলেন। এ সমাবেশের মধ্য দিয়ে ঢাবির কারাবন্দি ছাত্র রফিকুল ইসলাম সুজনের বাবা আবদুল হালিম 'আর কিছু চাই না, আমার ছেলেকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও' বলে কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান।

২৩ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মহাসমাবেশ

ছবি : কাকলী প্রধান

শিক্ষক সমি
কারাবন্দি ছ
রাখাসহ শিল
ভবনের ছাদে
অপরাজেয় ব
কালো পতাক
মামলা প্রত্য
ছাত্রছাত্রীরা ২
অনুযায়ী কলা
আল্টিমেটাম
সরকারকে বে
প্রতিবাদী সাং
সারাদেশের
কর্মসূচি ঘোষ
বিরামহীন তৎ
সাপ্তাহিক ও
আটক শিক্ষক
কর্মসূচি ঠিকই
রায়ের অপেক্ষ
ঢাকা বিশ্ববিদ্য
রায়ের অপেক্ষ
করা হবে বলে
শিক্ষকদের প্রা
ঘোষিত কর্মসূ
করেন। এমন
ওঠে। প্রতিবাদী
করে।

মুক্তির পয়গাম
শিক্ষকদের বি
বিধিমালা ভঙ্গ
বিষয়টি আরও
চাউর হতে থা
পেয়েছেন এবং
মওকুফ করে
অবশেষে মুক্তি
সকাল থেকেই
কর্মসূচি চললে
দ্রুততার সঙ্গে
শিক্ষকদের মুক্তি
প্রতীক্ষার অবস
দীর্ঘ ৫ মাস ২
পরিবার আত্মীয়
ফটকে অপেক্ষ
বেরিয়ে এলে।
আসায় ছাত্ররা
আনোয়ার হোস
বাহিরে যাবেন
শিক্ষার্থীরা তা
পাওয়া শিক্ষক
এসে ভাষা শহী
মুখরিত ক্যাম্প
সকাল থেকেই
শিক্ষকদের পা
পাওয়া শিক্ষক
এসে সমবেত
মিলিত হয় এ
কলা ভবন চত্ব
সব শিক্ষা প্রা
সব মামলা প্র
কালোব্যাজ ধা
শেষে ওই এক
মওকুফ করে।

শিক্ষার্থীদের প্র
তিন শিক্ষকের
ক্যাম্পাসে বিদ
হয় প্রত্যাখ্য
'শিক্ষকরা যে
স্বাধীন হয়নি
বাবু বলেন,
নাটকের কো
আহমদ রাজী
শিক্ষার পরিবে
প্রত্যাহারের দা

দোয়া করি তোমার জন্মদিনে
শুভ
পাপা, মাম্মি, দাদু, দিদামণি,
চাকু, ফুফি, চাচীমা

নিখোঁজ স

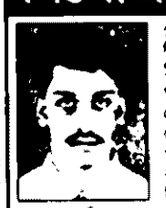

NIKASH
Integrated Accounts,
Stock & Payroll S
Taka 10,00
Jointly Develop
K A Rabbani &
Chartered Accou
and The Comput
Tel 8319091, 831735

হারিয়ে

হারিয়েছে : আমার
ইনস্যুরেন্স-এর মেইন
গেছে, যার পলিসি নাম্বার
উত্তরা থানায় জিডি করা
১৯৪০, তাং ২৫/১/০৮ইং
রহমান, পিতা : আবদুল
০১৭১৯৩১৩২৪১

হারিয়েছে : আমার এস
নকল সনদপত্রটি
হারিয়েছে, যাহার রোল নং
রেজি নং ১৯৭২৮/১৯৬২
পাস-১৯৬৯ সন, জিডি নং
২৬/১/০৮, বগুড়া : সবু
বাংলা বেগম

লক্ষ্য কর

লক্ষ্য করুন : বাংলাদে
পল্লি ক্লাব (বিজ্ঞান ও প
ব্যতিক্রমী শিক্ষামূলক প্র
বিজ্ঞানে স্নাতক জেলা সম
আগ্রহীরা প্রাচীনতী মো:
০৪৪৯৫০১০৮৪৮, ০১৭
বিজ্ঞানী নাজমুল হক ০১৭১

মাশরুম চাষ ও প্রশিক্ষ
মাশরুম চাষ, বীজ তৈ
প্রশিক্ষণ নিয়ে মাসে ১৫-২
করুন প্রশিক্ষণ শেষে
বিক্রয় হয় # ০১৯১২৪৮